Deaf Child Worldwide

গ্লু ইয়ার

অভিভাবকের জন্য একটি নির্দেশিকা

www.deafchildworldwide.org

আমাদের লক্ষ্য হলো শ্রবণ প্রতিবন্ধী
শিশুদের জন্য একটি বাধামুক্ত
পরিবেশ সৃষ্টি করা

সূচীপত্র

১. ভূমিকা

২. গ্লু ইয়ার কী?

৩. গ্লু ইয়ারের কারণ কী এবং তা প্রতিরোধের উপায়?

৪. আমার সন্তানের গ্লু ইয়ার আছে কী?

৫. কী ধরনের চিকিৎসা রয়েছে?

৬. হাসপাতাল ক্লিনিকে কী হতে পারে?

৭. গ্রোমেট্স

৮. ওটোভেন্ট

৯. শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র

১০. আমার শিশুর সহজে শোনার জন্য আমি কী কী করতে পারি?

মৃদু থেকে তীব্র সব প্রকারের শ্রুতিহীনতাকে আমরা শ্রবণ প্রতিবন্ধী বলে আখ্যা দিয়ে থাকি। এক কানে না শোনা কিংবা অস্থায়ীভাবে কম শুনতে পাওয়া যেমন গ্লু ইয়ার, দুই-ই শ্রবণ প্রতিবন্ধিতার মধ্যে পরে।

আমরা অভিভাবক শব্দটি ব্যবহার করি সকল বাবা-মা বা শিশুদের তত্তাবধায়কদের জন্য।

Super
Super

১ ভূমিকা

গ্লু ইয়ার শিশুদের শৈশবকালিন একটি সাধারণ অসুখ। পূর্ব আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার ১০ থেকে ২০ শতাংশ বিদ্যালয়ে পড়া শিশুদের একবার অন্তত গ্লু ইয়ার হয়ে থাকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহরগুলি অপেক্ষা বস্তির শিশুদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়। পাঁচ বছরের কম শিশুদের মধ্যে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

সাধারণত গ্লু ইয়ার কিছুদিন পর সেরে যায়, কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে কৈশোর পর্যন্ত এটি থাকে। কানের সংক্রমণের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকলেও কখনো কখনো গ্লু ইয়ারের প্রত্যক্ষ কোনো কারণ জানা সম্ভব হয় না।

গ্লু ইয়ারের কারণে শিশুদের মধ্যে একধরনের ক্ষণস্থায়ী শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা হয়ে থাকে আর তাদের কথা-বলাও একটু দেরীতে শুরু হতে পারে। এর ফলে শিশুর আচরণ এবং শিশুদের পড়াশোনার বিকাশেও প্রভাব পড়তে পারে।

এই পুস্তিকায় গ্লু ইয়ার কী, কিভাবে বুঝবেন যে আপনার শিশুর গ্লু ইয়ার হয়েছে, এবং আপনার শিশুর গ্লু ইয়ার হলে কিভাবে তাকে সাহায্য করবেন - তা জানতে পারবেন।

২ গ্লু ইয়ার কী?

যখন মধ্যকর্ণ (কানের পর্দার পেছনের ভাগ) আঠালো তরলে ভরে যায় তখন সেই অবস্থাকে গ্লু ইয়ার বলা হয়।

সঠিকভাবে কাজের জন্য মধ্যকর্ণে পর্যাপ্ত বাতাস থাকা প্রয়োজন। বাতাস ইউস্টেশিয়ান টিউবের ভেতর দিয়ে গলার পেছনে থাকা মধ্যকর্ণে পৌঁছায়। যদি ইউস্টেশিয়ান টিউব বন্ধ থাকে তাহলে বাতাস মধ্যকর্ণে পৌঁছতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে মধ্যকর্ণের কোষ থেকে একধরনের তরল বেরোতে থাকে। বেশ কিছুদিন এইভাবে বেরোতে থাকা তরল ধীরে ধীরে আঠার মতো চিটচিটে হয়ে ওঠে। পরিণত বয়সের মতো শৈশব অবস্থাতে ইউস্টেশিয়ান টিউবটি খাড়া এবং চওড়া থাকে না ফলে মধ্যকর্ণ থেকে তরল পদার্থ সহজে বেরিয়ে আসার রাস্তা পায় না।

মধ্যকর্ণ তরলে ভরে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায়, ফলে শব্দের অন্তকর্ণে যাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে এবং তখন শিশুর জন্য আস্তে-কথা-বলা-শব্দ শোনা অসুবিধে হয়। আঙুল কানে দিয়ে শব্দ শোনার মতো মনে হয়। এ কারণে শিশুকে বলা সব কথা সে নাও শুনতে পারে। এ বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে।

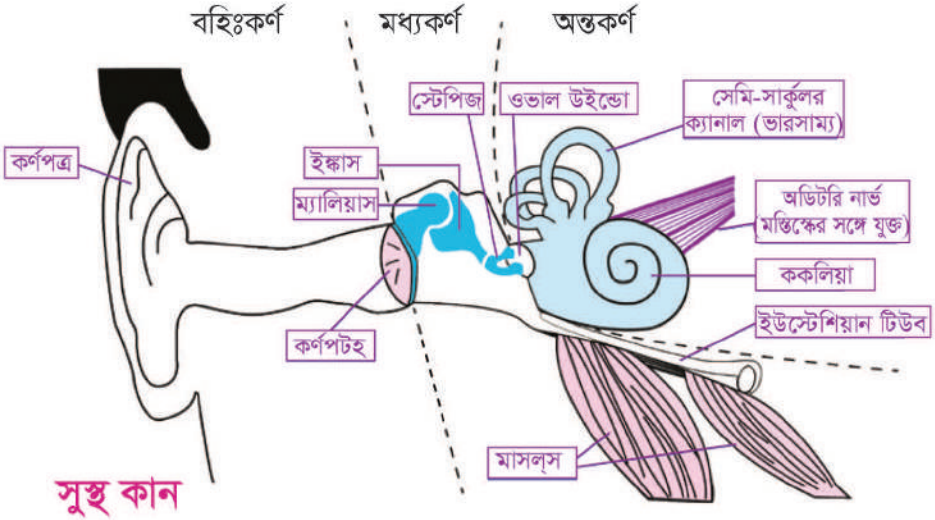

সুস্থ কান

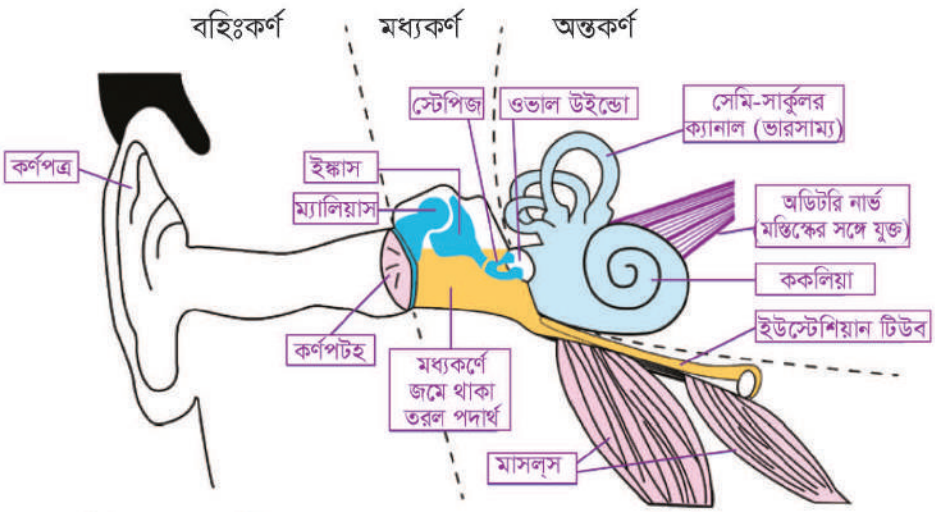

গ্লু ইয়ার প্রভাবিত কান

কান কিভাবে কাজ করে তা বিস্তারিত জানতে আমাদের এই ওয়েবসাইটে থাকা লেখা বা বই এর সহযোগিতা নিতে পারেন।
www.ndcs.org.uk/family_support/glossary

৩ গ্লু ইয়ারের কারণ বং তা প্রতিরোধের উপায় কী?

বিভিন্ন কারণে গ্লু ইয়ার হতে পারে, যেমন- ঠাণ্ডা লাগা ও ফ্লু, অ্যালার্জি, প্যাসিভ স্মোকিং (অন্যের ধূমপানের সংস্পর্শে থাকা), নোংরা পানিতে গোসল এবং সাঁতার ইত্যাদি। সব সময় না হলেও, কানের সংক্রমণে এদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

গ্লু ইয়ার হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি দেখা দেয় যেসব শিশুর ক্লেফ্‌ট প্যালেট কিংবা ডাউন সিন্ড্রোম নামে একধরনের বংশানুক্রমিক শারীরিক বৈকল্য থাকে, এই অঙ্গগত বৈকল্যের ফলে ইউস্টেশিয়ান টিউব খুব ছোট হয় এবং সঠিকভাবে কাজ করে না যেভাবে এটি কাজ করার কথা।

স্তন্যদান

গবেষণায় দেখা গেছে স্তন্যপানের ফলে শিশু এবং কিশোরদের মধ্যে গ্লু ইয়ার হওয়ার প্রবণতা কমে যায়। মাতৃদুগ্ধের প্রোটিন শিশুর কানের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং পরবর্তীকালে স্তন্যদান বন্ধ হওয়ার পর শিশুর কিশোর বয়সে গ্লু ইয়ার থেকে তাকে রক্ষা করে।

শিশু শুয়ে শুয়ে দুধ খেলে মুখের পেছনে জমা হওয়া তরল থেকে গ্লু ইয়ার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই জমা হওয়া তরল ইউস্টেশিয়ান টিউবের মধ্য দিয়ে কানে পৌঁছাতে পারে। এইভাবে টিউবের মধ্য দিয়ে জীবাণু কানে ছড়িয়ে পড়ে, সংক্রমণ ঘটায় এবং যার পরিণতি গ্লু ইয়ার রূপে ধরা পড়ে।

ধোঁয়াময় পরিবেশ

ইউনাইটেড কিংডম (ইউকে) এর স্বাস্থ্য বিভাগের গবেষণায় দেখা গেছে যে, সেই সব শিশুদের গ্লু ইয়ার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী যারা ধোঁয়াময় পরিবেশে থাকে। যে সব জায়গায় কাঠ, কয়লা এবং তেল পুড়ে আগুন বের হয় সেই সব জায়গাও এর মধ্যে পড়ে। ধোঁয়াময় রান্নাঘরে রান্নার সময় শিশুকে কাছে রেখে যারা রান্না করেন, সেই সব পরিবারের শিশুদের গ্লু ইয়ার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী হয়। সিগারেটের ধোঁয়া থেকেও শিশুর গ্লু ইয়ার হতে পারে। পরিবেশে ধোঁয়ার উপস্থিতি শিশুর গ্লু ইয়ার হওয়ার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে।

এই কারণে অভিভাবকদের অবশ্য কর্তব্য হলো শিশুকে ধোঁয়ামুক্ত পরিবেশে রাখা। বাস্তবে এটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে শিশুকে যতটা সম্ভব ধোঁয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত। বাতাসে অনেক বিপজ্জনক কণা থাকে যা গ্লু ইয়ার হওয়ার কারণ হতে পারে।

অপুষ্টি

অপুষ্টির কারণে শিশুর ওজন কমে যায় এবং শারীরিক বিকাশ সঠিকভাবে হয় না এবং এর ফলে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। শিশুর এরূপ শারীরিক অবস্থায় গ্লু ইয়ারের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।

বাড়িতে প্রতিবিধান

শিশুর কানের যন্ত্রণার প্রতিষেধক হিসেবে বাড়িতে শিশুর কানে তেল বা অন্য কোনো জিনিস প্রয়োগ করলে শিশুর গ্লু ইয়ারের ঝুঁকি এবং অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৪ আমার সন্তানের গ্লু ইয়ার আছে কী?

নিম্নলিখিত গ্লু ইয়ারের সাধারণ লক্ষণগুলির কোনোটি আপনার শিশুর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন কী?

- আচরণে কোনো পরিবর্তন
- হঠাৎ ক্লান্ত এবং হতাশ হয়ে পড়া
- মনঃসংযোগের অভাব
- একা খেলতে পছন্দ করা
- ডাকে সাড়া না দেওয়া
- ঘন ঘন সর্দি-কাশিতে ভোগা
- ভারসাম্য সমস্যা
- ক্ষতিগ্রস্ত কানে যন্ত্রণা বা ঘন ঘন কানে সংক্রমণ
- বাকশক্তি, ভাষা বা সামাজিক মেলামেশার সমস্যা

এই লক্ষণগুলি অনেক সময় জিদ, অবাধ্যতা এবং দুষ্টুমি বলে ভুল হয়। এর ফলে গ্লু ইয়ার-হওয়া শিশুকে ভুল করে নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য শিশুর তক্‌মা দেওয়া হয়।

গ্লু ইয়ার-এর কারণে অস্থায়ী শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা দেখা দিতে পারে, অনেক দিন ধরে কম শুনতে পাওয়ার ফলে শিশুর ভাষা বিকাশে সমস্যা দেখা দিতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, কথা বলার সময় শিশুটি কিছু অংশ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে নাও পারে। বাস্তবে দেখা যায়, শিশুর গ্লু ইয়ারের সমস্যা ঠিক হয়ে গেলেও, পরবর্তীকালে বাকশক্তি এবং ভাষা বিকাশ একটু বিলম্বিত হয়ে যায়। গ্লু ইয়ার হলে শিশুরা বিদ্যালয়ে পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে এবং অপরের সাহায্য সহানুভূতি না পেলে খুব উগ্র স্বভাবের হয়ে ওঠে।

কী ধরনের চিকিৎসা রয়েছে?

যদি আপনি আপনার শিশুর শোনার ব্যাপারে চিন্তিত হন, তাহলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান, সম্ভব হলে স্থানীয় হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রের কান, নাক, গলা (ইএনটি) বিভাগে দেখান।

পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের গ্লু ইয়ার এবং এই সংক্রান্ত সংক্রমণ হলে ডাক্তার দেখানো জরুরী। খুব বেশি ঠাণ্ডা লেগে গ্লু ইয়ার হলে, সর্দি-কাশি সেরে যাওয়ার পর কানের অস্বাভাবিকতা ঠিক হয়ে যায়।

ডাক্তার আপনার শিশুর কান পরীক্ষা করে বলে দেবেন শিশুটির গ্লু ইয়ার হয়েছে কিনা। শিশুর কান কনজেস্টেড (তরল পদার্থের দরুন বন্ধ কিনা) না কানে অন্য কিছু হয়েছে সে ব্যাপারেও তিনি বুঝিয়ে বলে দিতে পারেন।

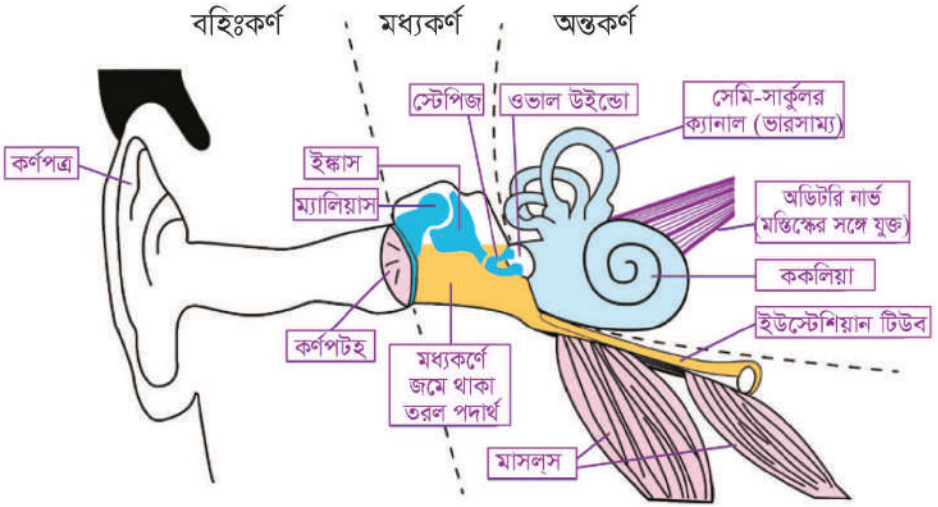

শিশুর কানে যন্ত্রণার কথা বললে ডাক্তার আপনাকে কীভাবে তা কমানো যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। গ্লু ইয়ার বা শৈশবকালে কানের সাধারণ সংক্রমণের জন্য ডাক্তারগণ অ্যান্টিবায়োটিক দেন না, গুরুতর পরিস্থিতি দেখলে তখন হয়তো অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পরামর্শ দেন। আপনার এলাকায় অডিওলোজি ক্লিনিকের সুবিধা থাকলে ডাক্তার হয়তো আপনার শিশুর হিয়ারিং অ্যাসেসমেন্টের জন্য ওখানে যাওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন, কারণ গ্লু ইয়ার কোনো চিকিৎসা ছাড়াই কখনো কখনো নিজে থেকে ঠিক হয়ে যায়, সাধারণভাবে তিন মাস ব্যাপারটি নজরে রাখতে হয়।

যদি গ্লু ইয়ার নিজে থেকে ঠিক হয়ে না যায়, তাহলে আপনি স্থানীয় কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ দিতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনি আপনার নিকটবর্তী কোনো বড় শহর বা আপনার জেলার কর্ণ বিশেষজ্ঞেরও পরামর্শ নিতে পারেন।

৬ হাসপাতাল ও ক্লিনিকে কী হতে পারে?

কর্ণ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আপনার শিশুর কান পরীক্ষা করবেন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে তাঁর পরামর্শ জানাবেন।

ডাক্তার আপনার শিশুর জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দিতে পারেন, যার অনেক কিছুই এলাকায় সুলভ হওয়ার ওপরে নির্ভর করে।

টিম্প্যানোমেট্রি পরীক্ষা হল একধরনের পরীক্ষা যার মাধ্যমে কানের পর্দা কতটা নাড়ানো যেতে পারে তা মাপা যায়। যদি মধ্য কর্ণে তরল পদার্থ জমা হয়ে থাকে তাহলে কানের পর্দা ঠিকমতো নড়ানো যায় না। এই পরীক্ষা করতে প্রায় এক মিনিট সময় লাগে এবং এই পরীক্ষায় কোনো ব্যথা-যন্ত্রণা নেই।

টিম্প্যানোগ্রামের একটি উদাহরণ

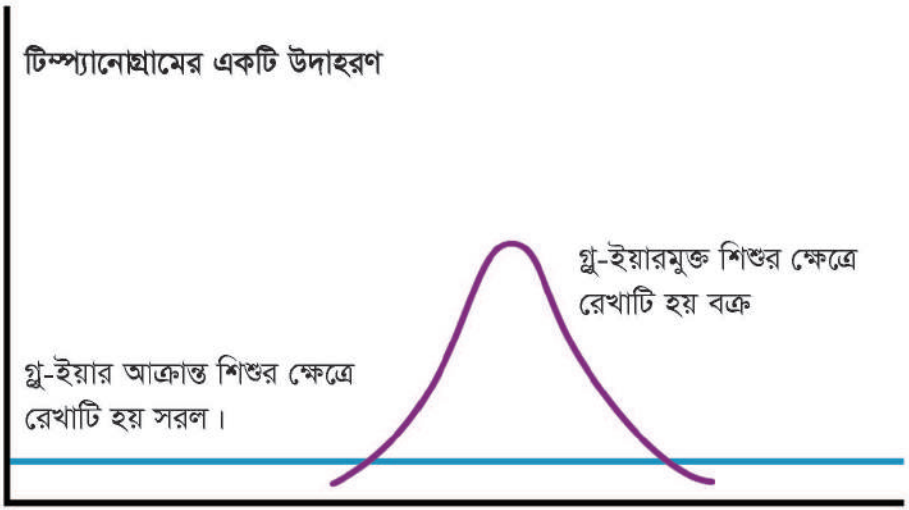

গ্লু ইয়ার-এর ফলে আপনার শিশুর শোনার ক্ষমতায় কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা এবং তা কী পরিমাণেই বা পড়েছে তা যাচাই করার জন্য কানের পরীক্ষা করানো দরকার। তবে এই পরীক্ষা আপনার শিশুর বয়সের উপর নির্ভর করে।

আপনার শিশুর যে পরীক্ষাই করা হোক না কেন, কর্ণ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শিশুর পরীক্ষার ফল অনুযায়ী কানের পরিস্থিতির ব্যাপারে আপনাকে সবিশেষ জানাবেন এবং সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা কী হতে পারে সে ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন।

টিপ্যানোমেট্রি এবং হিয়ারিং টেস্ট কেবলমাত্র শহরেই হয়, তবে চিকিৎসা খরচ নির্ভর করে হাসপাতালটি সরকারি না বেসরকারি তার উপর।

৭ গ্রোমেট্‌স

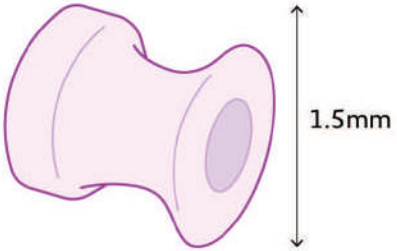

যদি আপনার শিশুর গ্লু ইয়ার নিজে থেকে চলে না যায়, তাহলে ডাক্তার আপনার শিশুর গ্লু ইয়ার ঠিক করার জন্য আরো কিছু প্রক্রিয়ার পরামর্শ দিতে পারেন। এই সব প্রক্রিয়া সব শিশুর জন্য সম্ভব হয় না, কারণ তা প্রধানত নির্ভর করে অবস্থা কতটা গুরুতর এবং আপনার এলাকায় এই প্রক্রিয়া কতটা সুলভ তার উপর।

গ্রোমেট্ - প্লাস্টিকের একটি ছোটো টিউব যা হাসপাতালে জেনারেল অ্যানাস্থেটিক করিয়ে সামান্য অপারেশনের মাধ্যমে ইয়ারড্রামে রাখা হয়। শিশুর মধ্যকর্ণ থেকে তরল পদার্থ বের করে দিয়ে গ্রোমেট্‌টি প্রতিস্থাপন করা হয়। গ্রোমেট্ মাঝের কানে বাতাস চলাচল বজায় রাখায় সাহায্য করে এবং তরল পদার্থ তৈরি হওয়া থেকে কানকে বাঁচায়।

সাধারণভাবে ইয়ারড্রাম ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এবং গ্রোমেট্‌গুলিকে ঠেলে বার করে দেওয়ার আগে পর্যন্ত ঐখানেই গ্রোমেটগুলিকে রাখা হয়। কখনো কখনো দেখা যায় তরল পদার্থ আবার জমা হতে থাকে তখন পুনরায় গ্রোমেট অপারেশনের কথা বিবেচনা করা হয়। শিশুর দ্বিতীয় বার অপারেশনের আগে ডাক্তার অবশ্যই আপনার সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং এর ফলে কোনো ক্ষতি হতে পারে কিনা তা বিস্তারিত জানাবেন।

অ্যাডেনয়েড্ দূরীকরণ

সার্জন আপনার শিশুর কানে গ্রোমেট্ প্রতিস্থাপনের সময়ই অ্যাডেনয়েড্ দূরীকরণের পরামর্শ দিতে পারেন।

অ্যাডেনয়েড্ ইউস্টেশিয়ান টিউবের অন্তভাগে অবস্থিত গ্ল্যান্ড যা কখনো কখনো সংক্রমিত হয়ে ফুলে যায় এবং যার ফলে ইউস্টেশিয়ান টিউবের শেষ ভাগ বন্ধ হয়ে যায়।

গ্রোমেট্যুক্ত অবস্থায় সাঁতার এবং গোসল

সার্জারির ঠিক পরেই আপনার ডাক্তার প্রথম ২-৪ সপ্তাহ কানকে শুকনো রাখার পরামর্শ দেন। এরপর গ্রোমেট্যুক্ত অধিকাংশ শিশুরই কোনো বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন হয় না এবং কানে গ্রোমেট্ থাকা অবস্থায় গোসল করা বা সাঁতার কাটায় কোনো বাধা থাকে না। তবে কিছু কিছু শিশুর ক্ষেত্রে কানে পানি ঢুকে সংক্রমণের ফলে বিপদ দেখা দিতে পারে। যদি আপনার শিশুর এরকম হয় তাহলে আপনাকে ডাক্তার বিশেষভাবে সাবধান থাকার পরামর্শ দিতে পারেন।

আপনার শিশুকে ডাইভিং বা পানিতে ঝাপ দিতে মানা করবেন, কারণ বাহ্যিক চাপের বৃদ্ধির ফলে জল গ্রোমেট্কে ঠেলে মধ্যকর্ণে ঢুকে যেতে পারে।

আপনার শিশুকে দীঘি বা পুকুরে গোসল করতে মানা করবেন, কারণ এই পানি ব্যাক্টেরিয়াযুক্ত হওয়ায় আপনার শিশুর কানে সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে।

শিশুর মাথা ধোওয়ার সময় সাবধান থাকবেন। সাবান পানি খুব সহজে গ্রোমেটের ভেতর দিয়ে মধ্যকর্ণে ঢুকে যেতে পারে এবং এই পানি দূষিত হলে সহজেই সংক্রমণ ঘটে। এই জন্য আপনার শিশুকে সোজাভাবে বসিয়ে প্রথমে চুল ধোয়াবেন, তারপর গায়ে পানি দেবেন। শিশুর মাথা পেছনের দিকে ঝুঁকিয়ে রেখে পরিষ্কার পানি দিয়ে চুল ধোয়ানো উচিত।

উন্নয়নশীল দেশে গ্রোমেট্ প্রতিস্থাপন এবং অ্যাডেনয়েড্ দূরীকরণ নিয়মিতভাবে করা হয়। এর খরচ নির্ভর করে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি সরকারি না বেসরকারি তার উপর।

৮ ওটোভেন্ট

ওটোভেন্ট, বেলুন এবং নোজপিস দিয়ে তৈরি একটি যন্ত্র। এটা এমনভাবে তৈরি যা ইউস্টেশিয়ান টিউবটিকে খুলতে সাহায্য করে। বেলুনটিকে নোজপিসে জুড়ে নিয়ে নাকের একটি ছিদ্রে লাগিয়ে অন্য নাকের ছিদ্র এবং মুখ বন্ধ রেখে ব্যবহার করতে হয়। শিশু এই অবস্থায় নাক দিয়ে বেলুনটি ফোলাতে থাকে যতক্ষণ না বেলুনটি একটি কমলার আকার নেয়। নাকের হওয়ার চাপ ইউস্টেশিয়ান টিউবটিকে খুলতে সাহায্য করে এবং এর ফলে কানের ভেতরে থাকা তরল পদার্থ বাইরে বেরিয়ে আসে।

এই উপায়টি শিশুদের জন্য একটু জটিল পদ্ধতি এবং বেশি ছোটো শিশুদের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। গ্লু ইয়ার পরিহার করা বা গ্রোমেট্ সার্জারির জন্য অপেক্ষা করছে এমন শিশুদের জন্য ওটোভেন্ট একটি অত্যন্ত সহায়ক পদ্ধতি এবং এর ফলে পরের দিকে সার্জারির সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়। ওটোভেন্ট আপনার শিশুর জন্য সঠিক কিনা এবং আপনার দেশে ওটোভেন্ট করা হয় কিনা আপনার ডাক্তারের কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন।

Photo by www.otovent.co.uk

৯ শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র

গ্লু ইয়ার প্রাকৃতিক নিয়মে পরিষ্কার হয়ে যায় কিনা বা গ্রোমেট্ অপারেশনের জন্য শিশুদের দীর্ঘ সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হলে শিশুদের কানে শোনা প্রভাবিত হতে পারে। এজন্য আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে এর ফলে শিশুর কথা বলা বা পড়াশোনায় কোনো বাধা আসছে কিনা। যদি তা হয়, তাহলে শিশুর জন্য শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র নেওয়ার কথা ভাবতে পারেন বা শিশু যাতে বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত সুবিধা পায় তার জন্য ব্যবস্থা করতে পারেন।

যে কোনো স্তরের শ্রবণ প্রতিবন্ধিতায় শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র কার্যকরী হতে পারে এবং গ্লু ইয়ারযুক্ত শিশুদের জন্য তাদের প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন প্রকারের শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র পাওয়া যায়। বেশিরভাগ শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র শব্দ বাড়িয়ে কানে শব্দ পৌঁছানোয় সাহায্য করে। অধিকাংশ শিশু তাদের দুটো কানের পেছনে শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রটি পরে থাকে। একজন দক্ষ প্রাক্টিশনারের সাহায্যে শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রটি নেওয়া উচিত, কারণ শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রটি আপনার শিশুর উপযুক্ত কিনা তা তিনিই নির্ধারণ করতে পারেন।

১০ আমার শিশুর সাথে ভালো যোগাযোগের জন্য আমি কী কী করতে পারি?

আপনার শিশুর গ্লু ইয়ার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সনাক্ত হওয়া উচিত, বাবা-মা এবং শিক্ষকরা জানেন শিশুর শোনার উপর এর প্রভাব কতটা গভীর। যোগাযোগ সম্পর্কিত কিছু সাধারণ পরামর্শ আপনার শিশুর বোঝার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে, সেগুলি হল:

- আপনার শিশুর সঙ্গে কথা বলা শুরু করার আগে তার মনযোগ আকর্ষণ করুন - তাকে হাত নেড়ে দেখান বা তার কাধে হালকা করে স্পর্শ করুন।
- যথাসম্ভব আপনার শিশুর মুখের দিকে তাকান এবং তার চোখে চোখ রাখুন।
- পর্যাপ্ত আলো আছে কি না দেখবেন যাতে আপনার শিশু আপনাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়।
- যে ব্যাপারে কথা বলছেন ঐ দিকে হাত দিয়ে নির্দেশ করবেন যাতে ওর বুঝতে সুবিধে হয়।
- লক্ষ্য রাখবেন আশেপাশের শব্দ যেন একটু কম থাকে।

- স্বাভাবিকভাবে কথা বলুন - খুব তাড়াতাড়ি বা জোরে কথা বলবেন না।

আপনার শিশুর শিক্ষকের মনে হতে পারে ওর কোনো সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু হয়তো তিনি বুঝতে পারছেন না যে এই সমস্যা হচ্ছে আসলে তার কম শোনার জন্যই। এই জন্য আপনি আপনার শিশুর কম শোনার ব্যাপারটি শিক্ষককে জানাবেন যাতে বিদ্যালয়ে আপনার শিশুর সুবিধার জন্য কিছু অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেয়।

শ্রেণীতে আপনার শিশুর শিক্ষকের কাছাকাছি বসা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যাতে সে বুঝতে পারে শিক্ষক কী বিষয়ে কথা বলছেন, এবং বুঝতে না পারলে পুনরাবৃত্তির জন্য শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করতে সে লজ্জা না পায়।

আমাদের পরিচিতি

আমরা উন্নয়নশীল দেশসমূহের শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু ও তরুণদের জন্য একটি নেতৃস্থানীয় আন্তর্জাতিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। উন্নয়নশীল দেশসমূহের শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু ও তরুণেরা সম্মুখীন হয় এমন বাধা দূরীকরণে আমরা নিরন্তর প্রয়াসী। বিগত ১৫ বছর ধরে আমরা দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় সহযোগী সংগঠনসমূহের সাথে এই উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছি যেন এসব এলাকায় শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু ও তরুণেরা তাদের পরিবার, শিক্ষা এবং সামাজিক জীবনে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ডেফ চাইল্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইড
গ্রাউন্ড ফ্লোর সাউথ, কাসল হাউস
৩৭ ৪৫ পল স্ট্রিট, লন্ডন, EC2A4LS

info@deafchildworldwide.org
www.deafchildworldwide.org

ডেফ চাইল্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইড, দ্য ন্যাশনাল ডেফ চিলড্রেন্স সোসাইটি-র আন্তর্জাতিক শাখা

দ্যা ন্যাশনাল ডেফ চিলড্রেন্স, ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস নং ১০১৬৫৩২ এবং স্কটল্যান্ড নং SC040779.
JR1430 - এ একটি নবন্ধিত দাতব্য প্রতিষ্ঠান

Deaf Child Worldwide